

## অভিলেখের প্রকারভেদ Sans/CC 08/Unit 1/

প্রাচীন ভারতবর্ষের ধর্মশাস্ত্রগুলিতে লেখের প্রকারভেদ নিয়ে বিশদ আলোচনা পাওয়া যায়। সেখানে অভিলেখগুলিকে দুই ভাগে ভাগ করা হয়েছে - রাজকীয় ও লৌকিক। রাজকীয় অভিলেখ আবার চতুর্বিধ - শাসন, জয়পত্র, আজ্ঞাপনপত্র ও প্রজ্ঞাপনপত্র।

"শাসনং প্রথমং জ্ঞেয়ং জয়পত্রং চ তথাপরম।  
আজ্ঞাপ্রজ্ঞাপনপত্রে রাজকীয়ং চতুর্বিধম ॥" স্মৃতিচন্দ্রিকা।

ভারতীয় উপমহাদেশে প্রাপ্ত অভিলেখগুলিকে বৃহত্তরভাবে দুটি শ্রেণিতে বিভক্ত করা যায়- বিষয়গত বিভাগ উপাদানগত বিভাগ।  
বিষয়গত বিভাগ

বিষয়গত বিভাগের মধ্যে নিম্নলিখিত অভিলেখগুলি পড়ে।  
রাজপ্রশস্তি ও দানমূলক অভিলেখ :

• রাজার দ্বারা বা রাজপক্ষ থেকে যে কোন দানমূলক ঘোষণা ও স্তুতি বাক্য সাধারণত প্রস্তরফলকে বা স্তম্ভে খোদাই থাকত। যথা অশোকের অভিলেখ।

• দুর্ভিক্ষের বিরুদ্ধে রাজপ্রশাসনের ব্যবস্থা গ্রহণ খোদিত আছে মহাস্থানগড়ের অভিলেখে।

• খারবেলের হাতিগুম্ফা অভিলেখে কালানুক্রমিকভাবে রাজার কীর্তি উত্কীর্ণ আছে।

• যুদ্ধজয়, বিশেষ দান বা প্রতিষ্ঠার উদ্দেশ্যে শাসকের প্রশস্তির জন্য অভিলেখ লিখিত হয়েছে। যথা সমুদ্রগুপ্তের এলাহাবাদ প্রশস্তি।

• শাসকের দ্বারা মন্দির নির্মাণ, মূর্তিপ্রতিষ্ঠা, জলাশয়খনন ইত্যাদি জনহিতকর কাজে প্রস্তরে অভিলেখ লিখিত হত। যথা দ্বিতীয় পুলকেশীর আইহোল শিলালেখ একটি জৈন মন্দিরের গায়ে উত্কীর্ণ।



এলাহাবাদ প্রশস্তি

- রাজপ্রশস্তি ও দানমূলক অভিলেখের সামান্য বৈশিষ্ট্য : সম্পূর্ণ গদ্যে রচিত | যথা জুনাগড়, হাতিগুম্ফা |
- কোন কোনতি আবার পদ্যে রচিত | যথা আইহোল অভিলেখ |
- শিষ্ট সংস্কৃত, প্রাকৃতে রচিত | মঙ্গলসূচকচিহ্ন দিয়ে শুরু হয় | অভিলেখের প্রকৃত উদ্দেশ্য একেবারে অন্তিমে থাকে |
- ভূমিদানপত্র/তাম্রশাসন : ভূমিদানাদি বিষয়ক অভিলেখ প্রায়স তাম্রপাত্রে উত্কীর্ণ করা হত | এগুলি শাসন নামেও পরিচিত | যাজ্ঞবল্ক্যস্মৃতিতে এটি তাম্রপট, তাম্রফলী, দানশাসন নামেও পরিচিত |



Copper-plate Inscription

- এই তাম্রশাসনগুলি সাধারণতঃ পুথির পাতার আকৃতির মতো | যেহেতু বৈষয়িক বিষয় এখানে উত্কীর্ণ থাকত, তাই সেগুলি রক্ষা করার জন্য বিশেষ প্রয়ত্ন নেওয়া হত | তিন চারটি তাম্রপট্ট একসাথে করে সুগুলিতে ছিদ্র করে তারমধ্যে একটি বা দুটি তামা বা ব্রোঞ্জের আংটা দিয়ে তাম্রশাসনটি বাঁধা হত এবং আংটার শেষপ্রান্তে রাজার সীল/নামমুদ্রা দ্বারা ঝালিয়ে নেওয়া হত |

- তাম্রশাসনের মাধ্যমে রাজার পক্ষ থেকে কোন ব্যক্তি/ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানকে গ্রাম/ভূমিদান করার কথা তাম্রশাসনে লেখা থাকে | দানপ্রাপকের সাধারণতঃ অধিকারের সীমাও এখানে নির্দিষ্ট থাকে | উদা: খ্রিষ্টীয় চতুর্থশতক দক্ষিণ ভারতের পল্লব ও শালঙ্কায়ন রাজবংশের প্রাকৃত ভাষায় রচিত তাম্রশাসন প্রাচীনতম রূপে চিহ্নিত |

- ব্যক্তিগত দানভিলেখ : রাজার পক্ষ ছাড়াও বহু ব্যক্তিগত উদ্যোগে দান, কূপ খনন, প্রপা/জলপানের স্থান নির্মাণ, মন্দির মেরামতি, ভিক্ষুদের জন্য গুহা দান, মূর্তিদান ইত্যাদি বিষয়ে ঐ জাতীয় অভিলেখগুলি রচিত হয়ে ছিল | যথা মন্দাসোর প্রস্তরভিলেখে রেশমশিল্পীগোষ্ঠীর দ্বারা সূর্যমন্দির নির্মাণ ও সংস্কারের কথা লিপিবদ্ধ আছে |

স্মারক অভিলেখ: কোন মৃত ব্যক্তির স্মৃতির উদ্দেশ্যে স্মারক অভিলেখ উত্কীর্ণ করা হত |

ধর্মীয় অভিলেখ : পুরোপুরি ধর্মীয় বিষয়ে এই জাতীয় অভিলেখ রচিত হত| যথা বারাণসীর বিশ্বনাথ মন্দির গাত্রে উত্কীর্ণ ভগবত্‌গীতার শ্লোক |

### উপাদানগত বিভাগ :

• **প্রস্তর** : ভারতীয় অভিলেখের বেশিরভাগই উত্কীর্ণ করা হয়েছে বিভিন্ন ধরণের প্রস্তরের পৃষ্ঠতলে | উত্কীর্ণ করার জন্য সাধারণত নরম, মসৃণ পাথর(বেলেপাথর) বেছে নেওয়া হত | কখন **পর্বতগাত্রে** (গির্গার, ধৌলি, মানশেরা ইত্যাদি), কোথাও বা আয়তকার **প্রস্তরপটে**(Plate) লিখে মন্দিরগাত্রে বা অন্যত্র লাগানো হত (অশোকের বৈরাট প্রস্তরপট্টানিশাসন, বিজয়সেনের দেওপাড়া ইত্যাদি) | পর্বতের গুহাতে অনেক সময় অভিলেখ লিখিত হত- যথা খারবেলের হাতিগুম্ফা | এছাড়াও মন্দির, অট্টালিকা, মূর্তি ইত্যাদিতেও অভিলেখ লিখিত হয়েছে |



• **ধাতু** : বিভিন্ন ধাতব প্লেটের উপর অভিলেখ লিখিত হত | এদের মধ্যে **তামার** ব্যবহার সর্বাধিক | যেমন দামোদরপুর তাম্রশাসন, দেবপালের নালন্দা তাম্রশাসন ইত্যাদি | **ব্রোঞ্জের** সীলের বহুল ব্যবহার লক্ষ্য করা যায়- সৌরাষ্ট্রে প্রাপ্ত ব্রোঞ্জ অভিলেখ | লৌহনির্মিত উপাদানে অভিলেখ বেশ কম যেমন রাজা চন্দ্রের মহরৌলি স্তম্ভলেখ | পরবর্তীকালে অস্ত্রশস্ত্রের উপরও অভিলেখ লিখিত হয়েছে যথা অজয়গড় কামান অভিলেখ | এছাড়া পিতল, সোনা, লোহা রূপা ইত্যাদি ধাতুর ব্যবহার দেখা যায় |

• **মৃ্ত্তিকা** : পোড়ামাটি, ইট, মৃতপাত্র, কাষ্ঠ ইত্যাদির উপর লেখা অভিলেখ ভারতের বিভিন্ন স্থানে পাওয়া যায় | যেমন দঃ ভারতের জগত্পুর থেকে অশ্বমেধ যজ্ঞের বিবরণ লেখা অভিলেখ পাওয়া গিয়েছে | বৌদ্ধস্তোত্রাদি মৃ্ত্তিকাজাত উপাদানগুলিতে উত্কীর্ণ হত ||

